# মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৯৬৪

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ১৫. প্রথম অনুচ্ছেদ - সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

## بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» . مُتَّفق عَلَيْهِ

বাংলা

৪৯৬৪-[১৮] ’আয়িশাহ্ ও ইবনু ’উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ জিবরীল (আ.) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৫৬৬৯, মুসলিম ১৪১-(২৬২৫), তিরমিযী ১৯৪৩, আবূ দাঊদ ৫১৫২, সহীহুল জামি‘ ১০৫৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৭৪, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ৯৫, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৩৫৬ মা‘রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার ২৫৬৫, মুসান্নাফ ‘আবদুর রাযযাক ১৯৭৪৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৪১৭, মুসনাদুল বাযযার ২৩৮৮, আহমাদ ২৪২৬০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১২, শু‘আবুল ঈমান ৯৫৬২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/৩০৭, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৩১৫৯, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৬০৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ প্রতিবেশীর হক ইসলামে একটি বিরাট স্থান করে নিয়েছে, জিবরীল আমীন (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বার বার প্রতিবেশীর হাকের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমনকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন জিবরীল এ কথাও বলবেন প্রতিবেশীকেও যেন উত্তরাধিকারী করা হয়। এখানে উত্তরাধিকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পত্তির ভাগ দেয়া, যেমনটা নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর প্রতিবেশী

বলতে সব ধরনের প্রতিবেশী অন্তর্ভুক্ত তারা মুসলিম হতে পারে কাফির হতে পারে। আল্লাহর বান্দা হতে পারে, ফাসিক হতে পারে, নিকটাত্মীয় হতে পারে, দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতে পারে, ঘরের নিকটবর্তী হতে পারে এবং দূরেও হতে পারে, প্রতিবেশীর কয়েকটি স্তর রয়েছে একেকটি স্তর অন্য স্তর হতে বেশী উন্নত।

সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হলো মুসলিম প্রতিবেশী, তার পরে যিনি বেশী ইসলামের বিধি বিধান মানেন, তারপরে যারা যতটুকু ইসলামের বিধান মানেন সেই অনুপাতে তাদের স্তর বিন্যাস করা হবে। ইয়াহূদীদের সাথেও প্রতিবেশীর সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে। ত্বারানী বর্ণনা করেছেন প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর। একজন হলো যার হক রয়েছে অথচ সে মুশরিক, তার শুধু প্রতিবেশীর হক রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হলো যার দু'টি হক রয়েছে, তিনি হলেন মুসলিম, তার দু'টি হক হলো একটি প্রতিবেশীর হক আরেকটি ইসলামের হক। আরেক ধরনের প্রতিবেশী হলো, যার তিনটি হক রয়েছে একটি হলো ইসলামের হক, আরেকটি প্রতিবেশীর হক, আরেকটি আত্মীয়ের হক।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'প্রতিবেশী' শব্দটি ব্যবহার করা হয় যারা আশেপাশে রয়েছে, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির বা ঘরের লোককেই প্রতিবেশী বলা হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ১০ম খন্ড, হাঃ ৬১০৪)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি  বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75688

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন